আদি-লীলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তিবিলাসে (২০।১)

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যস্মিন্ কথঞ্চন যেনকেনাপিপ্রকারেণ স্মৃতে দুষ্করং কর্ত্তুমশক্যমপি কার্য্যং সুকরং ভবেৎ, যস্মিন্ বিস্মৃতে সতি বিপরীতং সুকরং কার্য্যমপি দুষ্করং স্যাৎ তং শ্রীচৈতন্যং নমামীতি। এবমন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং শ্রীচৈতন্যচরণপ্রভাবো দর্শিতঃ।১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্মিন্ (যাঁহাতে—যিনি) কথঞ্চন (যে কোনওরূপে) স্মৃতে (স্মৃত হইলে) দুষ্করং (দুষ্কর কার্য্যও) সুকরং (সুকর—সুখসাধ্য) ভবেৎ (হয়); [যস্মিন্] (যাঁহাতে—যিনি) বিস্মৃতে (বিস্মৃত হইলে) বিপরীতং (বিপরীত—সুকর কার্য্যও দুষ্কর) স্যাৎ (হয়), তং (সেই) শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) নমামি (আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যাঁহাকে যে কোনও প্রকারে স্মরণ করিলেই দুষ্কর কার্য্যও সুখসাধ্য হয় এবং যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে তাহার বিপরীত (অর্থাৎ সুখসাধ্য কার্য্যও দুষ্কর) হইয়া পড়ে, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে প্রণাম করি।১

এই শ্লোকে অন্বয়-মুখে ও ব্যতিরেক-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মরণমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-লীলা-বর্ণন যাহাতে সুখসাধ্য হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার লীলাবর্ণন-প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর স্মরণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বন্দনা করিতেছেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত রূপ পাঠও দৃষ্ট হয়:—কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ। বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে॥ ইহার অনুবাদ:—যে কোনও প্রকারে যাঁহাকে স্মরণ করিলে দুষ্কর কার্য্যও সুখসাধ্য হয় এবং (বিস্মৃত বস্তুও) স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই পাঠ দেখিতে না পাওয়ায় মূল গ্রন্থে এই পাঠ দেওয়া হইল না। মূল গ্রন্থে যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, সেই পাঠই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়।

২। প্রভুর—শ্রীচৈতন্যপ্রভুর। **কহিল এই**—এই মাত্র (পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে) বলা হইল। যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, জন্মলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বলা হইয়াছে।

সঙ্ক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥ ৩

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ২

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৪
গৃহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৫
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৬
মিশ্র কহে—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে ॥ ৭
সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তারে পিয়াইল স্তন ॥ ৮
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ৯
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চৈতন্যকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যরূপেণাবতীর্ণস্য কৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং বন্দে। কিম্ভূতাম্। মনোহরাং রমণীয়াম্। পুনঃ কিম্ভূতাম্? লৌকিকীমপি নরশিশুচেষ্টিত-তুল্যামপি ঈশচেষ্টয়া ঈশ্বরচেষ্টয়া বলিতং যুক্তং অন্তরং যস্যা স্তামীশ্বর-ব্যবহারগর্ভামিত্যর্থঃ।২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। লৌকিকীমপি (লৌকিক-লীলা হইলেও) ঈশচেষ্টয়া (ঈশ্বর চেষ্টা দ্বারা) বলিতান্তরাং (অন্তরে যুক্তা) চৈতন্যদেবস্য (শ্রীচৈতন্যদেবের) তাং (সেই) মনোহরাং (মনোহর) বাল্যলীলাং (বাল্যলীলাকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাহা লৌকিকী লীলা হইলেও ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভা, আমি শ্রীচৈতন্যের সেই মনোহর-বাল্যলীলাকে বন্দনা করি। ২।

লৌকিকীমপি—লৌকিকী। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা; তাঁহার বাল্যলীলাও আপাতঃ-দৃষ্টিতে নর-শিশুর লীলা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; তাই ইহাকে লৌকিকী লীলা বলা হইয়াছে। কিন্তু নর-শিশুর লীলার মত মনে হইলেও বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রভুর বাল্যলীলায় ঈশ্বরের কার্য্যের ন্যায় অলৌকিক ঐশ্বর্য্যও প্রকাশ পাইতেছে; তাই ঐ লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে **ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্**—অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা দ্বারা যুক্ত; ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভ; যাহার অভ্যন্তরে ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া করিতেছে। গৃহে ধ্বজ-বজ্রাদির চিহ্নযুক্ত পদচিহ্ন প্রদর্শন (৫।৬ পয়ার), স্বীয় চরণে ধ্বজবজ্রাদিচিহ্ন প্রদর্শন (৯ পয়ার), মৃদ্ভক্ষণ-ব্যপদেশে তত্ত্বোপদেশ (২১-২৬ পয়ার), অতিথি-বিপ্রের অন্নভক্ষণ (৩৪ পয়ার), চোরের স্কন্ধে চড়িয়া গৃহে আগমন (৩৫ পয়ার), বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ (৩৬ পয়ার), নারিকেল আনয়ন (৪৩।৪৪ পয়ার), মাতার পার্শ্বে শয়নকালে গৃহে দিব্যলোকের আগমন (৭২ পয়ার), খালি পায়ে নূপুরের ধ্বনি প্রকাশ (৭৪ পয়ার), জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্বপ্নযোগে জগন্নাথমিশ্রের প্রতি সরোষ বচন (৭৯-৮৭ পয়ার) ইত্যাদি কার্য্যে প্রভুর লৌকিকী বাল্যলীলাতেও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে।

৪। উত্তান-শয়ন—চিৎ হইয়া শোওয়া। **আগে**—প্রথমে। প্রভুর বাল্য-লীলার প্রথম লীলা হইল চিৎ হইয়া শোওয়া। নর-শিশুও সর্ব্বপ্রথমে চিৎ হইয়াই শয়ন করে। প্রভু যখন মাত্র চিৎ হইয়া শুইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই একদিন অদ্ভুত উপায়ে পিতামাতাকে স্বীয় চরণ-চিহ্ন দেখাইলেন; কিরূপে ইহা দেখাইলেন, তাহা পরবর্ত্তী ৫—১০ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে।

৫-১০। একদিন শিশু-গৌরচন্দ্র ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উভয়েই দেখিলেন,

চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাসিয়া—।
লগ্ন গনি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১১

বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের ঘরের মেঝেতে ছোট ছোট পদচিহ্ন; সেই পদচিহ্নের মধ্যে আবার ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীনাদির চিহ্নও দেখা গেল; মানুষের পায়ে এসকল চিহ্ন থাকে না; তাই গৃহস্থিত পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন দেখিতে পাইয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন; কাহার এই পদচিহ্ন, তাহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারিলেন না। মিশ্র-ঠাকুর অনুমান করিলেন—তাঁহাদের গৃহে যে শালগ্রাম-শিলারূপী বাল-গোপাল আছেন, তিনিই হয়তো মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘরে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার পদচিহ্ন গৃহভিত্তিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি শচীমাতার নিকটেও এই কথা বলিলেন; ঠিক এই সময়েই শিশু-নিমাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীমাতা দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন; স্তন্যপান করাইতে করাইতে শিশুর চরণ-তলের প্রতি মাতার দৃষ্টি পতিত হইল; তখনই মাতা দেখিলেন—শিশুর পায়েই ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; দেখিয়া মাতা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন—নরশিশুর পায়ে এসব চিহ্ন কিরূপে আসিল? তিনি তৎক্ষণাৎ মিশ্রঠাকুরকে ডাকিয়া শিশুর পদচিহ্ন দেখাইলেন; মিশ্র তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপনে নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইলেন।

যে শিশু চলিতে পারে না, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে মাত্র, গৃহ-ভিত্তিতে তাহার পদচিহ্ন দৃষ্ট হওয়া ঈশ্বর-চেষ্টার পরিচায়ক। প্রভুর বাল্য-লীলায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বর-চেষ্টার (ঐশ্বর্য্যের) পরিচায়ক। **গৃহে**—গৃহের ভিত্তিতে; ঘরের মেঝেতে। মাটীর মেঝে লেপিয়া যাওয়ার পরে তাহাতে চলিয়া বেড়াইলে পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়। **দুইজন**—শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র। **লঘু পদচিহ্ন**—শিশুর পায়ের মত ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন। **তাহে শোভে**—গৃহভিত্তির পদচিহ্নে শোভা পায়। **ধ্বজবজ্র** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর চরণ-যুগলে উনিশটী চিহ্ন আছে; যথা:—ধ্বজা (পতাকা), পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ (ধনু), ত্রিকোণ (ত্রিভুজ), কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর (শূন্যাকৃতি), মৎস্য, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র (ছত্র)। এই সকল চিহ্ন গৃহভিত্তিস্থিত পদচিহ্নে শোভা পাইতেছিল। **শিলা সঙ্গে**—শালগ্রাম শিলার সঙ্গে; শালগ্রামশিলায় অধিষ্ঠিত। মিশ্রের গৃহে বালগোপাল শালগ্রাম-শিলারূপেই অবস্থান করিতেছিলেন। **মূর্ত্তি-হঞা**—বালগোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া। **অঙ্কে**—কোলে। **সেই চিহ্ন পায়ে দেখি**—গৃহভিত্তিস্থ পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি যে সকল চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, সে সকল চিহ্নই নিমাইয়ের পায়ে মাতা দেখিলেন। **গুপ্তে**—গোপনে; অপরে যেন না জানিতে পারে, এই ভাবে।

১১-১২। নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী আসিয়াও শিশুর চরণ-তলে ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্ন দেখিলেন; দেখিয়া আনন্দে তিনি হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন—"শিশুর জন্মলগ্ন গণিয়া আমি তো পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, এই শিশু একজন মহাপুরুষ হইবে; ইহার জন্মলগ্নেও মহাপুরুষের লক্ষণ আছে, আর ইহার শরীরেও দেখ মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ রহিয়াছে।"

লগ্ন গণি—জন্ম লগ্ন গণনা করিয়া। **পূর্ব্বে**—জন্মমাত্রই। **বত্রিশ লক্ষণ**—মহাপুরুষদের দেহে বত্রিশটী বিশেষ লক্ষণ থাকে; নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে এই বত্রিশটী লক্ষণের উল্লেখ আছে।

তথাহি সামুদ্রিকে (৩)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বঃ-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ ৩

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥ ১৩
এই ত করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার॥ ১৪
মহোৎসব কর সব—বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল, করিব নামকরণ॥ ১৫
সর্ব্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ-পোষণ।
"বিশ্বম্ভর" নাম ইঁহার এই ত কারণ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসু নাসা-ভুজ-হনু-নেত্র-জানুষু দীর্ঘঃ॥ পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চসু ত্বক্-কেশাঙ্গুলিপর্ব্ব-দন্ত-রোমসু সূক্ষ্মঃ। সপ্তরক্তঃ সপ্তসু নেত্রান্ত-পাদতল-করতল-তাল্বধরৌষ্ঠ-জিহ্বা-নখেষু রক্তঃ। ষড়ুন্নতঃ ষট্সু বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকা-কটি-মুখেষু উন্নতঃ। ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরঃ ত্রিহ্রস্বঃ ত্রিপৃথুঃ ত্রিগম্ভীর ইত্যর্থঃ। তত্তদ্‌যথা ত্রিষু গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনেষু হ্রস্বতা; পুনস্ত্রিষু কটি-ললাট-বক্ষঃসু পৃথুতা; পুনস্ত্রিষু নাভি-স্বর-সত্ত্বেসু গম্ভীরতেতি। এতানি পঞ্চদীর্ঘাদীনি দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি যস্য, সঃ মহান্ পুরুষইতি।৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। মহান্ (মহাপুরুষ) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত)—পঞ্চদীর্ঘঃ (পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ), পঞ্চসূক্ষ্মঃ (পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম), সপ্তরক্তঃ (সাতটী অঙ্গ রক্তবর্ণ), ষড়ুন্নতঃ (ছয়টী অঙ্গ উন্নত), ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরঃ (তিনটি অঙ্গ খর্ব্ব, তিনটী অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং তিনটী অঙ্গ গম্ভীর)।

অনুবাদ। মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ—(নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র এবং জানু-এই) পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ থাকে; (ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, এবং রোম, এই) পাঁচটী সূক্ষ্ম থাকে; (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা, এবং নখ এই) সাত স্থলে রক্তবর্ণ; (বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি দেশ, এবং মুখ এই) ছয়টী অঙ্গ উন্নত; (গ্রীবা, জঙ্ঘা, এবং মেহন এই) তিনটী অঙ্গ হ্রস্ব; (কটি দেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই) তিনটী অঙ্গ বিস্তীর্ণ; এবং (নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই) তিনটী গম্ভীর। ৩।

ভুজ—বাহু। হনু—চোয়ালি। জানু—হাঁটু। জঙ্ঘা—উরুদেশ। মেহন—শিশ্ন; জননেন্দ্রিয়। উক্ত শ্লোকানুবাদে মহাপুরুষের বত্রিশটী অঙ্গ-লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩-১৪। ১১-১৬ পয়ার নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উক্তি, জগন্নাথমিশ্রের প্রতি।

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত ইত্যাদি—নারায়ণের হাতে ও পায়ে যে সকল চিহ্ন থাকে, এই শিশুর হাতে এবং পায়েও সেই সকল চিহ্ন আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই শিশু যথাসময়ে সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবে এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিবে। **তারণ**—উদ্ধার। **দুই কুলের**—পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের।

১৫-১৬। দিন ভাল দেখিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সেই দিনই শিশুর নাম-করণোৎসবের আয়োজন করিতে বলিলেন। জন্মদিবসাবধি দশম, দ্বাদশ, একাদশ কিম্বা শততম দিবসে, অথবা কুলাচার-অনুসারে শুভদিনে শুভ তিথিতে ও শুভযোগ-করণে শিশুর নাম-করণ প্রশস্ত। "দিগবিশিবশতাহে তৎকুলাচারতো বা শুভতিথিদিন-যোগে নাম কুর্য্যাৎ প্রশস্তম্।"

ধারণ-পোষণ—১।৩।২৫-২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শুনি শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ১৭
তবে কথোদিনে প্রভুর জানুচঙ্ক্রমণ।
নানা চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥ ১৮
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বোলে, হাসে গৌরধাম ॥ ১৯
তবে কথোদিনে কৈল পদচঙ্ক্রমণ।
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ ২০
একদিন শচী খৈ-সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল—'খাও ত বসিয়া' ॥ ২১
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২২
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটী কাড়ি লঞা কহে—মাটী কেনে খায় ? ২৩
কান্দিয়া বোলেন শিশু—কেনে কর রোষ ?
তুমি মাটী খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ? ২৪
খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী—কি ভেদ বিচার ? ২৫
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য—দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ? ২৬
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে—।
মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥ ২৭
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয়—দেহ যায় ক্ষয় ॥ ২৮
মাটীর বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটীপিণ্ডে ধরি যবে—শোষি যায় পানী ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **জানুচঙ্ক্রমণ**—জানুর (হাঁটুর) সাহায্যে ভ্রমণ; হামাগুড়ি দিয়া চলা। **নানা চমৎকার** ইত্যাদি—হাঁমাগুড়ি দিয়া চলিবার সময় প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় হইতে এস্থলে এরূপ একটী লীলার কথা উল্লেখ করা হইতেছে। এই সময়ে প্রভু সর্ব্বত্র নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—আগুন, সাপ, যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই ধরিতেন। একদিন প্রভু এক সর্পকে ধরিয়া বসিলেন; সর্পও কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রভুকে জড়াইয়া ধরিল; প্রভুও সর্পের উপরে শয়ন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চারিদিকে লোক হায় হায় করিতে লাগিল; কেহ বা "গরুড় গরুড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; শচী-জগন্নাথ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। এসমস্ত গণ্ডগোল শুনিয়া সর্পটী প্রভুকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; প্রভুও আবার তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন; তখন সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং রক্ষামন্ত্রাদি পড়িতে লাগিলেন।

২০-২১। **পদচঙ্ক্রমণ**—পায়ে চলিয়া বেড়ান; হাঁটিয়া চলা। **শিশুগণে মিলি** ইত্যাদি—প্রতিবেশী শিশুদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ খেলা করিতেন। **বৈল**—(শচীমাতা) বলিলেন।

২৪-২৬। নিমাই খৈ-সন্দেশ না খাইয়া মাটী খাইতেছিলেন; ইহা প্রভুর বাল্যলীলা। কিন্তু মাতার প্রশ্নের উত্তরে শিশু-নিমাই যাহা (২৪-২৬ পয়ারে) বলিলেন, তাহা শিশুর কথা নহে—তাহা ঈশ্বর-চেষ্টা মাত্র। মা রাগ করিতেছেন দেখিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় নিমাই কাঁদিয়া ফেলিলেন (ইহা বাল্যলীলা); কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা, তুমি কেন রাগ করিতেছ ? তুমিই তো আমাকে মাটী খাইতে দিয়াছ, আমার কি দোষ ? খৈ বল, সন্দেশ বল, অন্ন বল—সমস্তই তো মাটী হইতে উৎপন্ন—সুতরাং সমস্তই মাটীর বিকার—সমস্তই স্বরূপতঃ মাটী; তুমি যে খৈ-সন্দেশ দিয়াছ, তাহাও যেমন মাটী—আর আমি যাহা খাইতেছিলাম, তাহাও তেমনি মাটী; ইহাতে আর প্রভেদ কি আছে ? বিচার করিয়া দেখ—দেহও মাটী, আমাদের ভক্ষ্য অন্নাদিও মাটী। সুতরাং আমার মাটী খাওয়ায় কি দোষ হইল ? তুমি যদি অবিচারে আমায় দোষ দাও, তাহা হইলে আর আমি কি বলিব ?"

এই যে তত্ত্ববিচারের কথা প্রভু বলিলেন, তাহাতেই প্রভুর ঈশ্বরত্বের প্রকাশ—ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত কোনও দুগ্ধপোষ্য মনুষ্য-শিশু এরূপ তত্ত্ববিচার-মূলক কথা বলিতে পারে না।

২৭-২৯। দুগ্ধপোষ্য শিশু নিমাইয়ের মুখে এরূপ তত্ত্ববিচারের কথা শুনিয়া শচীমাতা অন্তরে অন্তরে

আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা! না শিখাইলে মোরে ॥৩০
এবে ত জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥ ৩১
এত বলি জননীর কোলেতে চঢ়িয়া।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩২
এইমত নানা-ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৩
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৪
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চঢ়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৫
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

খুব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিস্মিত হইলেও তাঁহার বাৎসল্যই প্রাধান্য লাভ করিল; তিনি মনের বিস্ময় চাপিয়া রাখিয়া স্নেহের সহিত নিমাইকে বলিলেন—"বাছা, এসব তত্ত্বজ্ঞান তোকে কে শিখাইল? শুন বাছা, মাটী ও মাটীর বিকার এক বস্তু নহে (তত্ত্বতঃ এক হইলেও গুণের পার্থক্য আছে); দেখ, অন্ন মাটীর বিকার; কিন্তু অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়; কিন্তু মাটী খাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় পায়। আরও দেখ, ঘট হইল মাটীর বিকার, সেই ঘটে করিয়া জল তুলিয়া আনা যায়; কিন্তু মাটীর পিণ্ডে যদি জল ধরিয়া রাখা হয়, তাঁহা হইলে সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায়, মাটী ও খৈ-সন্দেশে কিরূপে সমান হইল বলতো বাছা? **জ্ঞানযোগ**—তত্ত্ববিচার।

৩০-৩১। মাতার কথা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপন করিতে (নিজের ঈশ্বরত্ব লুকাইতে) চেষ্টা করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বলিলেন—"মা, আগে তো তুমি এসব কথা আমাকে বল নাই; তোমার কথা শুনিয়া এখন সমস্তই বুঝিলাম, আর আমি মাটী খাইবনা মা; যখন ক্ষুধা পাইবে, তখন তোমার স্তন্য পান করিব।"

৩৪। একদা রাত্রিকালে এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রান্না করিয়া ভোগ লাগাইয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় দেখেন—কোথা হইতে বালক নিমাই আসিয়া ভোগের অন্ন খাইতেছেন। ভোগ নষ্ট হইল বলিয়া বিপ্র হায় হায় করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথমিশ্র মহাক্রোধে বালক নিমাইকে তাড়না করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে আবার পাক করার জন্য বিপ্রকে সম্মত করাইলেন। বিপ্র আবার পাক করিতে বসিলেন, শচীমাতা নিমাইকে কোলে করিয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিপ্র যখন আবার ভোগ লাগাইয়া ধ্যানে বসিলেন, তখনই আবার কিরূপে নিমাই সেখানে আসিয়া ভোগের অন্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন। মিশ্র মহাক্রোধে নিমাইকে মারিতে গেলেন, নিমাই পলাইলেন। বিশ্বরূপের অনুরোধে বিপ্র আবার পাক করিলেন। নিমাই ঘরে নিদ্রিত, মিশ্র লাঠি হাতে দ্বারে পাহারায়। কিন্তু আবার যখন বিপ্র ভোগ লাগাইলেন, আবার নিমাই ভোগের অন্ন খাইতে লাগিলেন। এবার যোগমায়ার প্রভাবে মিশ্রাদি সকলেই নিদ্রিত। প্রভু এবার কৃপা করিয়া বিপ্রকে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য। **গুপ্তে**—গোপনে। **নিস্তার**—উদ্ধার।

৩৫। প্রভুর বাল্যকালে একদিন প্রভুর অঙ্গের অলঙ্কারের লোভে দুই চোর প্রভুকে কোলে করিয়া নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কিন্তু বৈষ্ণবীমায়ায় তাহারা পথ ভুলিয়া গেল, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া পরে জগন্নাথমিশ্রের বাড়ীতে আসিয়া মনে করিল যেন তাহাদের নিজ বাড়ীতেই আসিয়াছে—ইহা ভাবিয়া নিমাইকে বলিল "বাপ, এবার নাম, বাড়ী আসিয়াছি।" এখন অলঙ্কার খুলিয়া লইবে ইহা ভাবিয়া চোর মহাসন্তুষ্ট। এমন সময় প্রভু চোরের কোল হইতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে জগন্নাথমিশ্রের কোলে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন চোরদ্বয়ের ভ্রম দূর হইল, এক পা দুই পা করিয়া তাহারা পলায়ন করিল। (শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।) এস্থলে চোরকে ভুলাইয়া নিজ বাড়ীতে আনা ঈশচেষ্টা।

৩৬। **ব্যাধিচ্ছলে**—রোগের ছলনা করিয়া। প্রভুর বাল্যকালে তিনি যখন ক্রন্দন করিতেন, তখন কেহ

শিশু-সব লৈয়া পাড়াপড়সীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥ ৩৭
শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন॥ ৩৮
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে?
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে? ৩৯
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ ৪০
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ॥ ৪১
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ ৪২
নারীগণ কহে,—নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥ ৪৩
বাহির হইয়া আনিল (প্রভু) দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব, হৈল বিস্মিত সকল॥ ৪৪
কভু শিশুসঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥ ৪৫
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥ ৪৬
কন্যাগণে কহে—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর—মহেশ কিঙ্কর॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার নিকটে হরিনাম করিলেই তাঁহার ক্রন্দন থামিত। একদিন অসুখের ভাণ করিয়া প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন; সকলে কত হরিনাম করিল, কিন্তু কিছুতেই ক্রন্দন থামে না। অনেক সাধ্যসাধনার পরে প্রভু বলিলেন, "যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্যের নিকট যাও। আজ একাদশী; তাহারা উপবাসী থাকিয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্যের যোগাড় করিয়াছে। সেই নৈবেদ্যের জিনিস আমাকে খাইতে দিলে আমি সুস্থ হইব।" ইহা শুনিয়া সকলে প্রমাদ গণিল। জগদীশ ও হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন "আজি যে হরিবাসর, তাহা শিশু-নিমাই কিরূপে জানিল? আর আমাদের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের কথাইবা জানিল কিরূপে? নিশ্চয়ই এই শিশুর দেহে বালগোপাল আছেন।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা স্বহস্তে নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইকে খাওয়াইলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।) এস্থলে একাদশীব্রত এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য-সজ্জার কথা জানা হইল ঈশচেষ্টা। প্রভুর গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাগ্যবান্ জগদীশ-হিরণ্যকে কৃতার্থ করা।

৩৮। **ওলাহন**—আক্ষেপসূচক বাক্য; ওল্‌না করা।

৪২-৪৪। **মূর্চ্ছিতা**—শচীমাতা বাস্তবিক মূর্চ্ছিতা হয়েন নাই; নিমাইয়ের মৃদু তাড়নায় ব্যথা পাইয়াছেন বলিয়া এবং তজ্জন্য মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন বলিয়া ভাণ করিলেন। **বিস্মিত**—বাহির হইয়াই নারিকেল লইয়া ফিরিয়া আসাতে সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ, কোথা হইতে নারিকেল আনিলেন, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ইহাও প্রভুর ঈশচেষ্টার পরিচায়ক। তাঁহার ইচ্ছামাত্রই লীলাশক্তি তাঁহার হস্তে নারিকেল দিয়াছিলেন।

৪৭। নিমাই কন্যাগণকে বলিতেন—"গঙ্গা-দুর্গাদির পূজা না করিয়া, আমাকেই পূজা কর। মহেশ (মহাদেব) আমার দাস; আর গঙ্গা, দুর্গাদি আমার দাসী; আমি সন্তুষ্ট হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন; সুতরাং আমাকেই পূজা কর।

এই উক্তির মধ্যেও প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; তিনি স্বয়ংভগবান্ বলিয়া গঙ্গা-মহেশাদি তত্ত্বতঃই যে তাঁহার শক্তি এবং অংশ-কলাদি বলিয়া তাঁহার দাস-দাসী এবং স্বয়ংভগবানের পূজাতেই যে অন্যদেবতাদি এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদি সন্তুষ্ট, ইহাও তত্ত্বতঃ সত্যকথা (ভা, ৪।৩১।১৪)। আর কি উদ্দেশ্যে এই কন্যাগণ দেবতা পূজা করিতে আসিয়াছিল, তাহাও প্রভু জানিতে পারিয়াছিলেন; তাহাদের অভীষ্টপূরণের ইচ্ছাও প্রভুর জন্মিয়াছিল। তাহাদের অভিপ্রায় জানা এবং তাহাদের অভীষ্টপূরণের ইচ্ছাই তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা। স্বয়ং তাহাদের পূজাগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; ইহাও ঈশ্বর-চেষ্টা।

আপনি চন্দন পরি পরেন ফুল-মালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥ ৪৮
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে—শুনহে নিমাই!।
গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সভাকার ভাই॥ ৪৯
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায়॥ ৫০
প্রভু কহে—তোমাসভাকে দিল এই বর—।
তোমাসবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর॥ ৫১
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাতসাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্॥ ৫২
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥ ৫৩
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া—॥ ৫৪
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারিচারি সতিনী॥ ৫৫
ইহা শুনি তা-সভার মনে হৈল ভয়—॥
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়?॥ ৫৬
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥ ৫৭
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সভে সুখ পায়॥ ৫৮
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥ ৫৯
তাহা দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন!
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইলা প্রভু-দরশন॥ ৬০
সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয়॥ ৬১
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাচ্ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৮-৫০। **চালু**—চাউল। **না জুয়ায়**—উচিত নহে। **দেবতাসজ্জ**—দেবতার পূজার জন্য আনীত নৈবেদ্যাদি।

৫১-৫২। **ভর্ত্তা**—স্বামী। **বিদগ্ধ**—রসিক। **চিরায়ু**—দীর্ঘজীবী। **মতিমান্**—সুমতি।

৫৬-৫৭। **জানি কোন** ইত্যাদি—কি জানি, যদি ইঁহাতে কোনও দেবতার আবেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো ইঁহার অভিসম্পাত সত্য হইতে পারে—এইরূপ ভাবিয়া কন্যাগণের মনে ভয় হইল। তখন ভয়ে সকলে নৈবেদ্যাদি আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন; তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর দিলেন।

৫৯-৬০। একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা পূজা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গার ঘাটে আসিলেন; গঙ্গার ঘাটে প্রভু তাঁহাকে দেখিলেন, দেখিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল, লক্ষ্মীর সহিত আলাপাদি করার নিমিত্ত প্রভুর বলবতী বাসনা জন্মিল। প্রভুকে দেখিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনও বিশেষরূপে প্রসন্ন হইল।

দেবতা পূজিতে—উত্তম স্বামী পাওয়ার আশায় কুমারী কন্যারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে; পরবর্ত্তী ৬৩ পয়ারের মর্ম্ম হইতেও মনে হয়, লক্ষ্মীদেবী মহাদেবের পূজা করিতেই গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিলেন। **সাভিলাষ মন**—অভিলাষযুক্ত মন; লক্ষ্মীদেবীর সহিত আলাপাদি করার নিমিত্ত প্রভুর মনে বলবতী ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

৬১-৬২। **সাহজিক প্রীতি**—স্বাভাবিক প্রীতি। পূর্ব্বলীলায় প্রভু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; আর লক্ষ্মীদেবী হইলেন তত্ত্বতঃ বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী; জানকী ও রুক্মিণীর ভাবও তাঁহাতে ছিল (গৌরগণোদ্দেশ। ৪৫।৪৬)। লক্ষ্মী এবং জানকী শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপবিশেষের কান্তা; আর রুক্মিণী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই কান্তা, সুতরাং লক্ষ্মীদেবী ও প্রভুর মধ্যে নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ ছিল দাম্পত্যভাবময়। প্রকটলীলায় তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা বাল্যভাবে আবিষ্ট থাকায় তাঁহাদের এই দাম্পত্যভাব প্রচ্ছন্ন ছিল; এক্ষণে পরস্পরের দর্শনে তাঁহাদের দাম্পত্য প্রকটিত না হইলেও তদনুকূল যে প্রীতি, উভয়ের প্রতি উভয়ের চিত্তেই তাহা স্ফুরিত হইল। তাই পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পরের চিত্তই উল্লসিত হইল; দেবপূজার ব্যপদেশে উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন।

প্রভু কহে—আমা পূজ, আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥ ৬৩
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন। ৬৪
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পঢ়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা॥ ৬৫

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।২৫)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভো সাধ্ব্যঃ ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতঃ স ময়ানুমোদিতশ্চ অতঃ সত্যোভবিতুমর্হতীতি। অর্হতীতি সম্ভাবনোক্ত্যা আত্যন্তিকো ন ভবিষ্যতীতি সূচিতম্॥ শ্রীধরস্বামী॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৩-৬৪। পূজাচ্ছলে কিরূপে উভয়ে উভয়ের ভাব ব্যক্ত করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রভু লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—"তুমি তো শিবপূজা করিতেই আসিয়াছ? আমাকেই পূজা কর; আমিই মহেশ্বর—শিব। আমাকে পূজা করিলেই তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।"

অভীপ্সিত বর—তোমার বাঞ্ছিত বস্তু; উপাসক উপাস্যের চরণে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, সেই প্রার্থনার পরিপূরণ-সূচক বাক্যকে বর বলে। প্রভু লক্ষ্মীকে বলিলেন, "আমার পূজা করিলেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।" অথবা—বর অর্থ পতি, স্বামী; অভীপ্সিত বর—মনোমতন পতি। প্রভু লক্ষ্মীকে বলিলেন—"যেরূপ পতি পাওয়ার আশায় তুমি মহেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছ, আমার পূজা করিলেই তাহা পাইবে।" এসমস্ত উক্তির অভ্যন্তরে প্রভুর ইঙ্গিত ছিল বোধ হয় এই যে—"আমিই তোমার মহেশ্বর, আমিই তোমার বাঞ্ছিত পতি।"

প্রভুর কথা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীও প্রভুর পূজা করিলেন—প্রভুর অঙ্গে পুষ্প-চন্দন দিলেন এবং গলায় মল্লিকার মালা দিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। সম্ভবতঃ গলায় মালা দিয়াই লক্ষ্মীদেবী মনে মনে প্রভুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং চরণ-বন্দনার উপলক্ষেই প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

৬৫। হাসিতে লাগিলা—প্রভু অনুমোদনসূচক হাসিই হাসিয়াছিলেন। **শ্লোক পঢ়ি**—"সঙ্কল্পো বিদিত" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার আশায় গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন; ব্রতপূর্ণদিনে তাঁহারা যমুনাস্নান করিতে নামিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা স্ব-স্ব-বস্ত্র-গ্রহণ করিতে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ "সঙ্কল্পো বিদিতঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া তাঁহাদের মনোগত ভাবের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই শ্লোকটীই উচ্চারণ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনোগত ভাব অঙ্গীকার করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবেন বলিয়া কৌশলে ইঙ্গিত করিলেন। শ্লোকোচ্চারণে ঈশচেষ্টা।

তাঁর ভাব—লক্ষ্মীদেবীর মনোভাব। প্রভুকে পতিরূপে পাওয়াই লক্ষ্মীদেবীর মনোগতভাব ছিল।

শ্লো। ৪। অন্বয়। সাধ্ব্যঃ (হে সাধ্বীগণ)! ভবতীনাং (তোমাদের—তোমাদিগকর্ত্তৃক) মদর্চ্চনং (আমার অর্চ্চন) [এব] (ই) সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্প) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) বিদিতঃ (অবগত) অনুমোদিতঃ (অনুমোদিত) সঃ অসৌ (সেই—ঐ) [সঙ্কল্পঃ] (সঙ্কল্প) সত্যঃ (সত্য) ভবিতুং অর্হতি (হওয়ার যোগ্য—হউক)।

অনুবাদ। হে সাধ্বীসকল! আমার অর্চ্চনই তোমাদের সঙ্কল্প; (তোমরা লজ্জাবশতঃ তাহা না বলিলেও তাহা) আমি জানিয়াছি এবং আমি তাহা অনুমোদন করি; তোমাদের সেই সঙ্কল্প সত্য হউক। ৪।

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত অনূঢ়া গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন; অবশেষে (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর ? ॥ ৬৬

চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধ্ব্যঃ—সাধু-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বী ; তাহার বহুবচনে সাধ্ব্যঃ ; সাধ্বীগণ ; গোপকন্যাগণ অনন্য-চিত্তে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সাধ্বী বলা হইয়াছে। **মদর্চ্চনং**—আমার অর্চ্চনা ; প্রীতিবিধানই অর্চ্চনার তাৎপর্য্য বলিয়া এস্থলে অর্চ্চন-শব্দের অর্থ প্রীতিবিধান ; আমার প্রীতি-সম্পাদন। **সঙ্কল্পঃ**—মনোরথ ; মনের ঐকান্তিকী বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"গোপসুন্দরীগণ ! আমার প্রীতিবিধানই তোমাদের মনের ঐকান্তিকী বাসনা ; সেই উদ্দেশ্যেই তোমরা কত কঠোরতার সহিত একমাস যাবৎ কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ। কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা তোমরা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও **ময়া বিদিতঃ**—আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। **অনুমোদিতঃ**—মদ্বিষয়ক-পতিভাবময় প্রেমের দ্বারা একমাত্র আমার সুখ-সম্পাদন ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনও কামনা নাই বলিয়া তোমাদের সঙ্কল্প সাধু-সঙ্কল্পই ; আমি তাহা অনুমোদন করিলাম ; তোমাদের এই সাধু সঙ্কল্প **সত্যঃ ভবিতুং অর্হতি**—সত্য বা অব্যভিচারী হওয়ার যোগ্য ; সুতরাং তাহা সত্যই হইবে ; আমাকে পতিরূপে পাইয়া পত্নীরূপে তোমরা আমার সুখ-বিধান করিতে পারিবে ; অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে আমার কান্তারূপে অঙ্গীকার করিব।"

কাত্যায়নী-ব্রতে গোপীদিগের প্রার্থনামন্ত্র ছিল এই :—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপ-সুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥—হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে মহাযোগিনি ! হে অধীশ্বরি ! হে দেবী ! নন্দগোপের নন্দনকে আমার পতি করিয়া দাও, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। শ্রীভাগবত। ১০।২২।৪॥"

৬৬। **এই মত**—৬৩—৬৫ পয়ারের মর্ম্মানুরূপ। **দোঁহে**—লক্ষ্মীদেবী ও প্রভু। **পর**—যে আপন নহে ; যে ব্যক্তি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত নহে। **গম্ভীর চৈতন্য লীলা** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা অত্যন্ত গম্ভীর ; যাঁহারা প্রভুর আপন জন (অন্তরঙ্গ ভক্ত) নহেন, তাঁহারা তাঁহার লীলার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন না। **গম্ভীর**—গভীর। গম্ভীর-শব্দের সার্থকতা এই যে,—গভীর জলরাশির তলদেশে কি আছে না আছে, তাহা যেমন—যাহারা ডুব দিতে পারে না, তাহারা জানিতে পারে না ; তদ্রূপ, যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলারসে ডুব দিতে পারিবেন না, তাঁহার কোন্ লীলার গূঢ় রহস্য কিরূপ, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে—শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীনিমাইচাঁদ ৬৩—৬৫ পয়ারের উক্তির অনুরূপ যাহা করিয়াছিলেন, সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া বা তাহার বর্ণনা শুনিয়া হয়তো বলিবেন—একটী বালক এবং একটী বালিকা বাল্যচাঞ্চল্য বশতঃই উক্তরূপ আচরণ করিয়াছেন ; কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর মত যাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারা উক্ত লীলার কথা শুনিয়াই উপলব্ধি করিবেন যে, লক্ষ্মীদেবী ও নিমাইচাঁদ উক্তরূপ আচরণের দ্বারা কৌশলে পরস্পরের নিকটে পরস্পরের দাম্পত্য-প্রেম-বিষয়ক মনো-ভাবই প্রকাশ করিলেন। এই ব্যাপারে প্রভুর চিত্তে পূর্ব্বলীলার স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল এবং সেই স্মৃতির আবেশেই উক্তরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাই এস্থলে তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা।

৬৭। **চৈতন্য-চাপল্য**—শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্য-চাপল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারে যে সকল চাপল্যের কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত প্রভুর আরও অনেক বাল্যচাপল্যের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি-খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও দিন সমবয়স্ক শিশুদের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে গঙ্গায় যাইতেন ; গঙ্গায় নামিয়া হয়তো পরস্পর জল-ফেলাফেলি করিতেন, অথবা পায়ে জল ছিটাইয়া সাঁতার দিতেন। কত পুরুষ, নারী, কত বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, কত শান্ত দান্ত গৃহস্থ, সন্ন্যাসী গঙ্গাস্নানে যাইতেন ; তাঁহাদের গায়ে জলের ছিটা পড়িত। কেহ হয়তো সন্ধ্যাপূজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহার গায়ে হয়তো পায়ের জলের ছিটা দিতেন, কি মুখ হইতে কুল্লোলজল দিতেন—তাঁহাকে পুনরায় স্নান করিতে হইত। কেহ হয়তো সান্ধ্যাহ্নিকে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন

একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া ॥ ৬৮
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৬৯
শচী আসি কহে—কেনে অশুচি ছুঁইলা ? ॥
গঙ্গাস্নান কর যাই—অপবিত্র হৈলা ॥ ৭০
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—তাহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন, কিম্বা অন্য উপায়ে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিলেন। কেহ হয়তো গঙ্গায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, নিমাই দূর হইতে ডুব দিয়া আসিয়া হঠাৎ তাঁহার চরণ ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। কাহারও ফুল-বিল্বপত্রাদি সহ সাজি লইয়া যায়েন, কাহারও কাপড় লইয়া যান বা দূরে ফেলিয়া দেন, কাহারও গীতা-পুথি লইয়া যান; কাহারও নৈবেদ্য খাইয়া ফেলেন, কাহারও নৈবেদ্য বা ছড়াইয়া ফেলেন; কেহ হয়তো পূজার আসনাদি তীরে রাখিয়া স্নান করিতে নামিয়াছেন, নিমাই তাঁহার পূজার আসনে বসিয়া হয়তো বিষ্ণুপূজার ভাণ করিতে লাগিলেন; কেহ হয়তো স্নান করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ে বালু ছড়াইয়া দিলেন; কখনও বা পুরুষের কাপড়ে আর স্ত্রীলোকের কাপড়ে বদল করিয়া রাখেন; স্নান করিয়া উঠিয়া কাপড় পরিবার সময়ে সকলে লজ্জায় বিকল হইয়া পড়ে। স্নানার্থিনী কুমারিকাদের নিকটে গিয়া কাহারও কানে কানে হয়তো কি সব কথা বলেন, উত্তর করিলে হয়তো গায়ে জল দেন, আর না হয় তাহাদের শিবপূজার সাজ ছড়াইয়া ফেলেন; কাহারও কাপড় লুকাইয়া রাখেন। স্নান করিয়া উঠিলে কাহারও গায়ে বালু দেন; কাহারও মুখে কুলকুচা জল দেন; কাহারও চুলের মধ্যে ওকড়ার ফুল দেন। প্রভু বাল্যকালে এইরূপ অনেক চাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের উপরে নিমায়ের এরূপ অত্যাচার চলিত, তাঁহারা আসিয়া হয়তো শচী-জগন্নাথের নিকটে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে ওলাহন দিতেন; কিন্তু কেহই বিরক্ত বা রুষ্ট হইয়া নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন না; শচী-জগন্নাথ নিমাইকে কঠোর শাস্তি দেউক, এই অভিপ্রায় কাহারও ছিল না; তাঁহারা **প্রেমে**—প্রেমের সহিত—নিমাইয়ের প্রতি প্রীতিতে পূর্ণ হইয়াই—পিতামাতার নিকটে ওলাহন দিতেন। নিমাইয়ের ব্যবহারে বাহিরে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ থাকিলেও অন্তরে সকলেই প্রীত হইতেন (আনন্দময়ের লীলা বলিয়া সকলেই তাহাতে অন্তরে আনন্দ পাইতেন); ছোট শিশু কোনও স্নেহশীল লোকের গায়ে কৌতুক করিয়া হাতের আঘাত দিলে সেই লোক দুঃখ না পাইলেও যেমন দুঃখের ভান করিয়া শিশুর মায়ের নিকটে প্রীতিপূর্ণ ওলাহন দিয়া বলে—"উহুহু, দেখ দেখ তোমার ছেলে আমাকে মারিয়া ফেলিল।" তাহাতে যেমন শিশু, শিশুর মাতা এবং ঐ স্নেহশীল ব্যক্তি সকলের চিত্তেই আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তদ্রূপ, নিমাইয়ের চাপল্য সম্বন্ধে ওলাহন দেওয়ার সময়েও সকলের চিত্তে আনন্দের লহরী নৃত্য করিতে থাকিত; কারণ, সকলেই নিমাইয়ের প্রতি প্রীতি পোষণ করিতেন। তবে নিমাইয়ের চাপল্য বন্ধ হউক, ইহা অবশ্যই তাঁহাদের গূঢ় অভিপ্রায় থাকিত; কারণ, চাপল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে নিমাইয়ের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ হৃদয় সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিত। এইরূপ আশঙ্কাবশতঃ শচী-জগন্নাথও অনেক সময়ে চাপল্যের জন্য নিমাইকে শাস্তি দিতে প্রয়াস পাইতেন।

৬৮-৭১। **পুত্রেরে**—নিমাইকে। **ভর্ৎসিয়া**—তিরস্কার করিয়া। **উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে**—যে গর্ত্তে উচ্ছিষ্টাদি ফেলে। **ত্যক্ত হাণ্ডীর**—যে সমস্ত উচ্ছিষ্ট বা সকড়ী মাটীর পোড়া হাঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। **অশুচি**—উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে মিশ্রঠাকুর একদিন মনে করিলেন—"শাস্ত্রাদি পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল; নিমাইও যদি লেখা পড়া শিখে, সেও শাস্ত্রাদি দেখিয়া হয়তো বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাস করিবে।" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নিমাই পড়াশুনায় নিবিষ্ট হইয়া বাল্যচাপল্য হইতে একটু নিরস্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় তিনি পুনরায় উদ্ধত হইয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উঠিলেন, পুনরায় চপলতা আরম্ভ করিলেন। উদ্ধত শিশুগণের সঙ্গে মিলিয়া কখনও বা নিজের ঘরের, কখনও বা পরের ঘরের, জিনিসপত্র নষ্ট করিতেন; কখনও অন্য শিশুর সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ সাজিতেন এবং বৃষ সাজিয়া রাত্রিকালে প্রতিবেশীর কলাবন নষ্ট করিতেন; কখনও বা রাত্রিতে কাহারও ঘরের দ্বার বাহির হইতে বাঁধিয়া বন্ধ করিয়া দিতেন। আরও কত রকমে নিমাই চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বিশ্বরূপের বিরহে কাতরহৃদয় মিশ্রঠাকুর এ সমস্ত ঔদ্ধত্য দেখিয়াও একমাত্র পুত্র নিমাইকে কিছুই বলিতেন না।

একদিন নিমাই উচ্ছিষ্টগর্ত্তে পরিত্যক্ত হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন; তাহাতে মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্টগর্ত্তের কালো হাঁড়ীর কালি লাগিয়া তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, গৌরসুন্দর সেখানে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন; সঙ্গী শিশুগণ যাইয়া মায়ের নিকটে একথা বলিয়া দিল; শুনিয়া মা দৌড়াইয়া আসিয়া নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া যেন অবাক্ হইলেন; তিনি ছিলেন শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণগৃহিণী; সন্তানের এরূপ অনাচার দেখিয়া তিনি যে বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যাহা হউক, শচীমাতা নিমাইকে বলিলেন—"বাবা, এ কি করিয়াছ? বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরে কেন বসিয়াছ? তুমি কি জাননা যে এসব হাঁড়ী স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে হয়? এখনও তোমার এজ্ঞান হইল না?" ইহা শুনিয়া সেখানে বসিয়াই নিমাই বলিলেন—"কিরূপে তাহা জানিব মা? তোমরা আমাকে পড়াশুনা করিতে দাওনা; মূর্খ মানুষ আমি—ভালমন্দ, শুচি-অশুচি কিরূপে জানিব? আমি তো মনে করি, সমস্তই এক, ইহার মধ্যে আবার শুচি অশুচি, ভাল মন্দ, পার্থক্য কোথায়?" ইহা বলিয়া নিমাই বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপর বসিয়া হাসিতে লাগিলেন! ইহার পরে মাতাপুত্রে শুচি-অশুচি-সম্বন্ধে বেশ কথা কাটাকাটি চলিল; তদুপলক্ষ্যে নিমাই বাল্যভাবে গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"মা, আমি যে স্থানে বসি, সে স্থান পরম পবিত্র, তাহা কখনও অপবিত্র নয়; ঈশ্বর কোনও জিনিসকে পবিত্র এবং কোনও জিনিসকে অপবিত্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; অমুক জিনিস শুচি, আর অমুক জিনিস অশুচি—এসব লোকাচার ও বেদাচার মাত্র। বিশেষতঃ এসব হাঁড়ীতে তুমি বিষ্ণুনৈবেদ্য পাক করিয়াছ; এসব কিরূপে অপবিত্র হইবে? তাতে আবার আমি বসিয়াছি, আমার স্পর্শে সমস্তই পবিত্র হয়।" শুনিয়া সকলেই হাসিল। সত্বর আসিয়া গঙ্গাস্নান করার জন্য মাতা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; পড়াশুনা করিতে না দিলে নিমাইও কিছুতেই আসিবেন না বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইয়া দিলেন, নিজেও স্নান করিলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড ৫ম অধ্যায়)। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির মর্ম্মানুসারে বর্জ্জ্য হাঁড়ীর সম্বন্ধীয় লীলাটী পৌগণ্ডলীলার অন্তর্ভুক্ত; কারণ, পঞ্চমবর্ষ বয়সেই—সুতরাং হাতে খড়ির সঙ্গেই—বাল্যের শেষ; তারপর পৌগণ্ডের আরম্ভ; কিছুকাল অধ্যয়নের পরে প্রভুর পাঠ বন্ধ হয়; তাহারও পরে—সুতরাং পৌগণ্ডেই বর্জ্জ্য হাঁড়ী সম্বন্ধীয় লীলার অনুষ্ঠান।

ব্রহ্মজ্ঞান—উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যের অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যানুসারে জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম বলিয়া তাহা অপবিত্র নহে। বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপর বসিয়া শ্রীনিমাই যে মাতাকে বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান।" এবং "আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি। স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি।"—তাহাও সেই অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যারই অনুরূপ; তাই শ্রীনিমাইয়ের ঐ সমস্ত উক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক উক্তি বলা হইয়াছে।

বাস্তবিক, মূলতঃ সকল বস্তুই একই উপাদানে (ঈশ্বর ও প্রকৃতিরূপ উপাদানে) গঠিত বলিয়া স্বরূপতঃ কোনও বস্তু অশুচি হয়তো থাকিতে পারে না; লোকাচার-বেদাচার অনুসারেই শুচি-অশুচি নির্দ্ধারিত হয়। এসমস্ত আচার দেশকালপাত্রাদি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও (ভূমিকায় ধর্ম্মপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যখন যে আচার প্রচলিত থাকে, দেশের, সমাজের এবং ব্যক্তিগতজীবনের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তখন সে আচার পালন করাই সকলের কর্ত্তব্য। "গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্। ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্রপরত্র চ॥ যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ

কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে—দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭২
শচী বোলে—যাহ পুত্র! বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৩
চলিতে নূপুরধ্বনি বাজে ঝনঝন।
শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥—গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পালন করিবে। ইহলোকে কি পরলোকে, কোথাও আচারহীন ব্যক্তির সুখ নাই। যে ব্যক্তি সদাচারলঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ইহলোকে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না।" শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৩-৪।

নিজের বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলে পিতামাতার ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নিমাই বর্জ্য হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিয়াছিলেন—আচারপালনের অনাবশ্যকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নহে।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, বাল্যকালেই প্রভু একবার বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপর বসিয়া মাতার নিকট জ্ঞানযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলার সময়ে তিনি কখনও বা তাহাদের অঙ্গে নবপল্লবের আঘাত করিতেন, কখনও বা তাহাদের নিক্ষিপ্ত পত্রাদিদ্বারা নিজের অঙ্গেও আঘাত গ্রহণ করিতেন। শচীমাতা একদিন তাহা দেখিয়া সরোষে তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনিও বিরক্ত হইয়া খেলার ভাণ্ডবাসন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মাতা, যাহাতে নিমাই আর খেলার ভাণ্ড ভাঙ্গিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার হাত দুখানি বান্ধিয়া রাখিলেন। নিমাই তাহাতে রুষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন। তখন শচীমাতা বলিলেন—"কেন বাবা এই অশুচি যায়গায় গেলে? এস বাবা, স্নান করিয়া আমার কোলে এস।" তখন বালক নিমাই মাতাকে জ্ঞানযোগের কথা বলিলেন—"মা, পবিত্র আর অপবিত্র আবার কি? পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়—সমস্তই মিথ্যা। আত্মা এক—নানা নহে; সুতরাং তুমি, আমি, তিনি, ইহা, উহা ইত্যাদি বাক্যের স্বরূপতঃ কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারেনা। আরও দেখা যায়—দেবতাই হউক, মানুষই হউক, পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গাদিই হউক, সকলের শরীরেই পঞ্চভূত অবস্থিত; সুতরাং এসমস্তই অভিন্ন পদার্থ—এক পঞ্চভূতেরই অভিব্যক্তি। পঞ্চভূতাত্মক দেব-মানবাদি যদি অপবিত্র না হয়, তাহা হইলে পঞ্চভূতাত্মক বর্জ্জ্য হাঁড়ীই বা অপবিত্র হইবে কেন?" মাতা এসকল কথা শুনিয়া নিমাইর হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্। ২।৬৭—৭৬)। পৌগণ্ডে বর্জ্জ্য হাঁড়ীসম্বন্ধীয় লীলার কথা কর্ণপূর বা মুরারিগুপ্ত বর্ণন করেন নাই। সম্ভবতঃ শ্রীনিমাই বাল্যেও একবার বর্জ্জ্য হাঁড়ীতে বসিয়াছিলেন এবং পৌগণ্ডেও একবার বসিয়াছিলেন। বাল্যকালের লীলাই কর্ণপূর বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজগোস্বামীও তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন; আর পৌগণ্ডের লীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন।

৭২। এক্ষণে আবার শ্রীচৈতন্যের কেবল ঈশ-চেষ্টার কথা বলিতেছেন।

দিব্যলোক—অলৌকিক-রূপবিশিষ্ট লোক; দেবতাদি। **ভবন**—বাড়ী। কোনও কোনও গ্রন্থে "অঙ্গন" পাঠান্তর আছে।

৭৩। **বাপেরে**—নিমাইয়ের বাপ জগন্নাথমিশ্রকে। **চলিলা বাহিরে**—পিতাকে ডাকিতে বাহিরের অঙ্গনে গেলেন।

৭৪। পিতাকে ডাকিবার নিমিত্ত নিমাই বাহিরে যাইতেছেন, তাঁহার চরণ হইতে নূপুরের ধ্বনি শুনা যাইতেছে; অথচ তাঁহার চরণে নূপুর দেখা যাইতেছে না।

বস্তুতঃ প্রভুর চরণে নূপুর নিত্যই বিরাজিত। তিনি যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তখন তাঁহার নূপুরটী প্রকটিত হয় নাই—হইলে নরলীলার বিঘ্ন ঘটিত—কোনও মানবশিশুই নূপুরাদি লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। যাহা হউক, জন্মলীলাকালে এই নূপুর অপ্রকট থাকিলেও নূপুর সর্ব্বদাই প্রভুর চরণে ছিল

মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥ ৭৫
শচী বোলে—আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ ৭৬

কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে,—অনুমান করি ॥ ৭৭
মিশ্র কহে—কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—এইমাত্র চাই ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং যখনই লীলাশক্তি একটু ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করার প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেন, তখই তিনি নূপুরের শব্দকে প্রকটিত করিতেন এবং তখনই শচীমাতা ও মিশ্রঠাকুর তাহা শুনিতে পাইতেন।

৭৫-৭৭। শিশু-নিমাইয়ের পায়ে নূপুর নাই, অথচ চলিবার সময়ে নূপুরের শব্দ শুনা যাইতেছে; তাহাতে মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শচীমাতা তাঁহাকে জানাইলেন—"কেবল শূন্য পায়ে নূপুরের ধ্বনি নহে, আরও অদ্ভুত ব্যাপার আছে, বলি শুন। সময় সময় আমি দেখি—দিব্যমূর্ত্তিলোকসকল আসিয়া আমার উঠানে দাঁড়ায়; তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সমস্ত উঠান যেন ভরিয়া যায়। তাহারা একটু উচ্চস্বরেই কি সব যে বলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, মনে হয় যেন কাহাকেও স্তুতি করিতেছে।"

দিব্য দিব্য লোক—দিব্য দেহধারী লোক সকল। বস্তুতঃ সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্তুতিনতি করার মানসে দেবতারাই শচীমাতার অঙ্গনে আসিতেন। অথবা, লীলাশক্তির প্রভাবে প্রভুর নিত্যপার্ষদগণই অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে শচীমাতার নয়নের সাক্ষাতে সাময়িক ভাবে প্রকটিত হইতেন। **অঙ্গন**—উঠান। **কোলাহল**—যাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যায়, এরূপ বহুবিধ অব্যক্ত ধ্বনি; কল কল রব। দিব্যমূর্ত্তি লোকসকল একটু উচ্চস্বরেই প্রভুর স্তবাদি করিতেন; তাঁহাদের ভাষা শচীমাতার নিকটে দুর্ব্বোধ্য ছিল এবং তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে স্তব করিতেন বলিয়া কোনও একটী শব্দের উচ্চারণও হয়তো তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন না; তিনি কেবল একটা কলরব মাত্র শুনিতেন।

৭৮। **কিছু হউক**—যাহা কিছু হউক। **বিশ্বম্ভরের**—নিমাইয়ের।

শচীমাতার কথা শুনিয়া মিশ্র-মহাশয় বলিলেন, "শূন্য পায়ে নূপুরের ধ্বনিই শুনা যাউক, কি দিব্যমূর্ত্তি লোক সকল আসিয়া অঙ্গন ভরিয়াই দাঁড়াউক, কিম্বা অন্য কোনও অলৌকিক ঘটনাই ঘটুক—তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতে পারি বটে; কিন্তু তাহাতে যদি নিমাইয়ের কোনও অমঙ্গল না হয়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই। বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—ইহাই মাত্র আমরা চাই। আর যা হয় হউক।"

মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়াও তাঁহার কুশল কামনা করিতেছেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এ সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না—স্বীকার করিলে তিনি নিমাইয়ের কুশল কামনা করিতে পারিতেন না। যিনি অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, দিব্যমূর্ত্তি দেবতাদি সাধারণের অদৃশ্যভাবে যাঁহার স্তুতি-নতি করেন—তাঁহার আবার অকুশল কি থাকিতে পারে? এ সব জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কুশল কামনা করা—মিশ্রঠাকুরের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। নিমাই যে ভগবান্, তাঁহার যে আবার ঐশ্বর্য্য আছে—শুদ্ধবাৎসল্যবশতঃ মিশ্রঠাকুর বা শচীমাতা তাহা জানিতে পারিতেন না, প্রভুর নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত লীলাশক্তি তাঁহাদের সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—বালকের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালকের হস্তপদে নারায়ণের হস্তপদের চিহ্নও আছে, এই বালক নাকি কালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধার সাধন করিবে। এ সমস্ত শুনিয়া মিশ্রঠাকুর হয়তো মনে করিতেন—"নিমাই হয়তো শ্রীনারায়ণেরই বিশেষ কৃপাপাত্র ভক্ত, নারায়ণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শিশুকে রক্ষা করিতেছেন, নারায়ণের নূপুর-ধ্বনিই শুনিতে পাওয়া যায়, দিব্যমূর্ত্তি

একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥ ৭৯
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন—॥ ৮০
মিশ্র! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসনা তাড়ন কর, 'পুত্র' করি মান ॥ ৮১
মিশ্র কহে—দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয় ॥ ৮২
পুত্রের লালন শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম? ৮৩
বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোক সকল বুঝি নারায়ণেরই স্তুতি-নতি করিতে আসেন।" এ সমস্ত ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্যকে নিমাইয়ের বলিয়াই মনে করিতেন না, নিমাইকে তিনি তাঁহার পুত্র মাত্রই মনে করিতেন এবং তাই তাহার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিমাইকে তাড়ন-ভর্ৎসন করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না।

৭৯-৮১। **ধর্ম্ম শিক্ষা**—ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষা; কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম তাহার শিক্ষা।

নিমাইয়ের বিশেষ চঞ্চলতা দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র মহাশয় ভবিষ্যতে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া একদিন (কিঞ্চিৎ তাড়ন-ভর্ৎসন পূর্ব্বক) পুত্রকে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন; যেদিন উপদেশ দিলেন, সেদিন রাত্রিতেই মিশ্রঠাকুর স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে তাঁহাকে বলিতেছেন—"মিশ্র! তুমি যাঁহাকে তোমার পুত্র বলিতেছ, তুমি তাহার তত্ত্বসম্বন্ধে কিছুই জাননা; তুমি মনে কর, তিনি তোমার পুত্র—সামান্য মানব-শিশু; তাই তুমি তাঁহাকে তিরস্কার কর, সময়ে সময়ে তাড়নও কর। কিন্তু মিশ্র! মনে রাখিও—ইনি সামান্য মানব শিশু-নহেন।"

৮২-৮৩। মিশ্র-ঠাকুর ছিলেন বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি; নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার ভাব ছিল শুদ্ধ-বাৎসল্যময়; তাই কোনও রূপ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার বাৎসল্যকে বিচলিত করিতে পারিত না; সাক্ষাৎ নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই তিনি বিচলিত হয়েন নাই—সেই ঐশ্বর্য্যকে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), এক্ষণে স্বপ্নে বিপ্রের মুখে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইবেন কেন? তাই তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বিপ্রকে (স্বপ্নেই) বলিলেন—"নিমাই দেবতাই হউক, কি সিদ্ধ মহাপুরুষই হউক, কি কোনও মুনি-ঋষিই হউক, অথবা আরও বড় কিছু হউক—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে আমার ভাবের বা ব্যবহারের কোনও রূপ ব্যতিক্রম হওয়ার হেতু নাই; নিমাই পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, কিম্বা স্বরূপে নিমাই যাহাই হউক না কেন, এক্ষণে যখন সে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন সে আমার পুত্রই, অপর কেহ নহে; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার প্রতিও আমার ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই হইবে, অন্যরূপ হওয়ার কোনও কারণ নাই; পুত্রের ভাল-মন্দ-মঙ্গল-অমঙ্গলের নিমিত্ত পিতাই দায়ী; পুত্রের যথোচিত শিক্ষাদান—পুত্রের লালন-পালন পিতারই কর্ত্তব্য—পিতারই ধর্ম্ম; আমি তাহার পিতা—আমি যদি তাহাকে এ সমস্ত না শিখাই, তাহা হইলে সে কিরূপে এসব শিখিবে? আমারই বা কিরূপে পিতৃ-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? কিরূপে পিতার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে?" **ধর্ম্মমর্ম্ম**—ধর্ম্মের মর্ম্ম; ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য।

৮৪। মিশ্রের কথা শুনিয়া বিপ্র বলিলেন—"মিশ্র! কাহারও পুত্র যদি শ্রেষ্ঠ দেবতা, (কিম্বা যদি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) হয় তাহার জ্ঞান যদি কাহারও শিক্ষা ব্যতীত আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তো তাহার আর শিক্ষার কোনও প্রয়োজনই থাকে না; এরূপ নিষ্প্রয়োজনে পুত্রকে শিক্ষা দিতে গেলে পিতার শিক্ষাদান অনর্থকই হইয়া পড়ে।" বিপ্র এস্থলে ইঙ্গিতে জানাইলেন—"যাঁহাকে তুমি পুত্র বলিতেছ, তিনি মানুষ নহেন—তিনি দেবতারও শ্রেষ্ঠ—ভগবান্—তিনি নিজেই জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই। তাঁহাতে কোনও বিষয়েই জ্ঞানের অভাব নাই।

মিশ্র বোলে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ॥ ৮৫
এইমতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র—নাহি জানে আর॥ ৮৬
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥ ৮৭
বন্ধু বান্ধবস্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥ ৮৮
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবশ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ দেবতা, সর্ব্বপ্রধান দেবতা। অথবা, দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; ভগবান্।

স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান—যাঁহার জ্ঞান স্ফুরিত হইতে কাহারও শিক্ষার অপেক্ষা রাখেনা; আপনা-আপনিই যাঁহার জ্ঞান স্ফুরিত হয়। অথবা, যাঁহার জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ; যিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংভগবান্। **ব্যর্থ হয়**—নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিরর্থক হয়।

৮৫। বিপ্রের কথা শুনিয়া মিশ্র বলিলেন—"দেবশ্রেষ্ঠ কেন, যদি স্বয়ং নারায়ণও পুত্ররূপে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলেও পিতার কর্ত্তব্য হইবে—তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দান করা।"

৮৬-৮৭। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিপ্র ও মিশ্রের মধ্যে পিতার কর্ত্তব্য লইয়া তর্ক চলিতে লাগিল। মিশ্র-ঠাকুরের শুদ্ধবাৎসল্যভাব বলিয়া বিপ্রের যুক্তি-তর্কেও তাহা অবিচলিত রহিল—পুত্রের মঙ্গল ব্যতীত তিনি অপর কিছুই জানেন না (পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২-৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মিশ্রের উক্তি শুনিয়া বিপ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিশ্রঠাকুর এ পর্য্যন্তই স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। বিপ্র চলিয়া গেলে মিশ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে,—তাঁহার নিমাই তাঁহারই পুত্র, মনুষ্যবালকমাত্র; হিতাহিতজ্ঞানও তাঁর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানও তাঁর নাই; থাকিলে সে উচ্ছিষ্টবর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরেই বা বসিবে কেন এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া লোকের সন্ধ্যা-আহ্নিকেরই বা বিঘ্ন জন্মাইবে কেন? আমার এরূপ দুরন্ত সন্তানকে আমি শাসন করিয়াছি,—ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টবিপ্রই বা আমার উপর রুষ্ট হইলেন কেন? আর তিনি নিমাইকে অলৌকিক বস্তু, দেবশ্রেষ্ঠ, এবং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী বলিয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা হইতে আমাকেই বা নিরস্ত করার চেষ্টা করিলেন কেন? এই বিপ্রই বা কে?—এ সমস্ত ভাবিয়া মিশ্র ঠাকুর বিস্মিত হইলেন।

মিশ্র-ঠাকুরের শুদ্ধবাৎসল্যরসের স্বরূপ জানিয়া তাহা আস্বাদন করিবার লোভে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুদ্ধ-বাৎসল্যের স্বরূপ জীবকে জানাইবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং মহাপ্রভুই হয়তো বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশ্রঠাকুরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন; শুদ্ধবাৎসল্যরসে নিমগ্ন থাকায় মিশ্র-ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। বিপ্রবেশী প্রভু কিন্তু তাঁহার বাৎসল্যের দৃঢ়তায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াই আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন।

৮৮। মিশ্রঠাকুর তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকটে উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই বিবৃত করিলেন।

৮৯। **শিশুলীলা**—শিশুবৎ-লীলা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বরূপতঃ নিত্য-কিশোর; অপ্রকট-লীলায় তিনি নিত্যই কিশোর; অপ্রকটে বাল্যলীলার অবকাশ নাই। প্রকটে জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাল্য-পৌগণ্ডাদির অভিব্যক্তি করিয়া তারপরে নিত্যকৈশোরের অভিব্যক্তি করিতে হয়। তিনি নিত্যকিশোর হইয়াও বাল্যভাবের আবেশে বাল্যলীলারস এবং পৌগণ্ডভাবের আবেশে পৌগণ্ডলীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। **এই মত শিশুলীলা**—পূর্ব্বোক্তরূপ বাল্যলীলা। উল্লিখিত স্বপ্নলীলাকেও এই পয়ারের উক্তিদ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রের শিশুলীলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীগৌরচন্দ্রই বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশ্রঠাকুরের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

কথোদিনে মিশ্র পুত্রের হাথে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯০
বাল্যলীলা-সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৯১
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয়—বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্য-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০। **কথোদিনে**—নিমাইয়ের পঞ্চমবর্ষ বয়সে। **হাতে খড়ি দিল**—বিদ্যারম্ভ করাইলেন। **দ্বাদশ ফলা**—য-ফলা (ক্য), র-ফলা (ক্র), ঋ-ফলা (কৃ), ৯-ফলা (কৢ), ন-ফলা (ক্ন), ব-ফলা (ক্ব), ল-ফলা (ক্ল), ম-ফলা (ক্ম), রেফ-ফলা (র্ক), ঙ্ক-ফলা (ঙ্ক), ক্ষ-ফলা (ক্ষ) এবং স্ক-ফলা (স্ক)—এই দ্বাদশ ফলা। কোনও কোনও গ্রন্থে "দশ-ফলা" পাঠান্তর আছে; এইরূপ পাঠে উক্ত দ্বাদশ ফলা হইতে দুইটী ঋ ও ৯ ফলা বাদ যাইবে। **অক্ষর**—বর্ণমালা।

হাতে খড়ি দেওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যেই নিমাই ক-খ-গ-আদি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিলেন এবং দ্বাদশ-ফলা লিখিতে ও পড়িতেও শিখিলেন।

অক্ষর এবং ফলা-আদি শিক্ষাকে ঈশচেষ্টাসমন্বিতা বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণনা করার হেতু এই যে—প্রথমতঃ, সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিদ্যারম্ভ, বর্ণপরিচয় এবং দ্বাদশ-ফলা শিক্ষা—তাঁহার ক্রীড়া বা লীলা মাত্র; ইহা তাঁহার প্রয়োজনবোধে সম্পাদিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ সমস্ত শিখিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-শক্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কাজেই এই লীলাটীও হইল ঈশচেষ্টাসম্বলিতা বাল্যলীলা।

৯১। **বিস্তারিয়াছেন** ইত্যাদি—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রভুর বাল্যলীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

৯২। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া কবিরাজগোস্বামী বাল্যলীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করেন নাই, সংক্ষেপে সূত্ররূপে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।